সংবাদ

তারিখ 0 2 NOV 2008

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

কৃষি শিক্ষার নতুন আলো

জাহেদুল আলম রুবেল

২ নভেম্বর ২০০৬, ঠিক দুই বছর আগের কথা। হযরত শাহজালাল ও শাহপরানের (রহ.) স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেট শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরের টিলাগড়। উঁচু-নিচু পাহাড়, সবুজের চাদর, পাখির সুমধুর সুর সঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্যে টিলাগড়ের সম্ভাবনাময় সবুজ ক্যাম্পাসটিতে শুরু হয় এক স্বপ্নযাত্রা। ক্যাম্পাসটি পুরনো; কিন্তু স্বপ্ন ছিল নতুন। নবস্বপ্নের নাম সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি)। আজ সেই আলোকিত সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন। খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিচর্চার বিকল্প নেই- এ দীপ্ত শপথ নিয়ে সিকৃবি আজ পা রেখেছে তিনের সিঁড়িতে, উদযাপিত হচ্ছে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

৫০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের চতুর্থ কৃষি ক্যাম্পাস যা এগিয়ে চলছে সাবলীল গতিতে। বর্তমানে যার যোগ্য নেতৃত্বে ক্যাম্পাসটিতে কৃষি শিক্ষার প্রসার ঘটছে তিনি হলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল হোসেন।

ভেটেরিনারি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে ১৯৯৫ সালে সিলেট ও চট্টগ্রামে দুটি ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুর সময়টাতে সিলেট ভেটেরিনারি কলেজ একটি প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরে এটি রাজস্বভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠানটি দেশ-বিদেশে নাম কুড়াতে খুব একটা সময় নেয়নি। শুরুতে সিলেট ভেটেরিনারি কলেজকে একটি অনুষদ করে ২০০৬ সালের ২ নভেম্বর এটিকে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেয়া হয়। এরপর ক্যাম্পাসের পরিধি বাড়াতে সিলেটের তামাবিল-ফেঞ্চুগঞ্জ বাইপাস সড়কের পাশে খাদিমনগরে আরও ১৫ একর জমি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্যাম্পাসটির পাশেই আছে সদ্য ঘোষিত ইকোপার্ক, পাহাড়ি ঝরনার আবহ। সিলেট অঞ্চলে প্রতি বছর ১ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ না করে অনাবাদি ফেলে রাখা হয়। এ অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনতে পারলে দেশের বর্তমান খাদ্য ঘাটতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব। সিলেট এলাকার এসব অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার দুই বছরে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদের পাশাপাশি এখানে চালু হয়েছে কৃষি ও মাৎস্য বিজ্ঞান নামে নতুন দুটি স্বতন্ত্র অনুষদ। সিন্ডিকেট সভার প্রস্তাব অনুযায়ী চালুর অপেক্ষায় রয়েছে কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা অনুষদ। আশা করা যায়, অচিরেই এ অনুষদটি আলোর মুখ দেখবে। তিনটি অনুষদে অনার্স কোর্সের পাশাপাশি এখানে চালু আছে ১০ বিষয়ে এমএস কোর্স।

সিলেটের মাটির গুণাগুণ দেশের অন্য এলাকা থেকে ভিন্নতর। এ মাটিতেই আরও উন্নতমানে চা চাষ সম্ভব। এ সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সিকৃবি প্রথম 'টি প্রডাকশন এন্ড টেকনোলজি' নামে নতুন একটি বিভাগ চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। চা বাগানের পাশাপাশি সিলেট অঞ্চলজুড়ে রয়েছে বড় বড় হাওর। সব মিলিয়ে এখানকার হাওরের আয়তন ২৮ হাজার ৭৪০ হেক্টর। এর মধ্যে ২০ হাজার হেক্টর পতিত। কৃষিকাজের প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের উদাসীনতা ও বিদেশমুখী প্রবণতার কারণে ধ্বংসের দিকে ধাবমান সিলেট অঞ্চলের সম্ভাবনাময় কৃষি খাত। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সিলেটের অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা গেলে দেশের খাদ্য চাহিদার ২০ ভাগ সিলেট থেকেই জোগান দেয়া সম্ভব। এ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে কৃষি অনুষদের চতুর্থ পর্বের সিলেবাসে সংযোজন করা হয়েছে 'হাওর এগ্রিকালচার' নামে নতুন বিষয়ের কনসেপ্ট। বিশ্বের কৃষিপ্রধান উন্নত দেশগুলোতে ভাসমান কৃষি শিল্প চালু আছে। এ প্রযুক্তি হাওর এলাকায় প্রয়োগ করা গেলে মাছ চাষের পাশাপাশি বছরে দুই তিনটি কৃষিপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

ব্যবহারিক ক্লাস করতে ৪১ শিক্ষার্থীকে ভারত পাঠিয়ে ইতোমধ্যে চমক দেখিয়েছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স অনুষদের চতুর্থ পর্বের ৪১ শিক্ষার্থী জু এনিমেল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ব্যবহারিক ক্লাস করতে সাত দিনের সফরে ভারত যায় গত জুনের মাঝামাঝি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেশের বাইরে ব্যবহারিক ক্লাসের আয়োজন এটাই প্রথম।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফুরান সম্ভাবনার জন্য পাশে লুকিয়ে আছে সঙ্কট নামক শব্দটি। সঙ্কট তালিকার শীর্ষে রয়েছে জনবল ও পরিবহন ব্যবস্থা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একমাত্র উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল হোসেন, যার কোন অফিসিয়াল গাড়ি নেই। উপাচার্য যাতায়াত করেন অধুনালুপ্ত সিলেট সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষের ১৪ বছর পুরনো লক্কড়ঝক্কড় গাড়িতে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২ বছর পরও ৬ শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে নির্ভর করতে হয় একটি বাসের ৪২ সিটের ওপর। অন্যদিকে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বল্পতায় একাডেমিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পর্যাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকায় অনেক শিক্ষককে প্রশাসনিক কাজে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব সঙ্কট কাটিয়ে উঠবে- এ স্বপ্ন আমরা দেখতেই পারি। সঙ্কট নিরসনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল হাত সিকৃবির দিকে বাড়িয়ে দেবে এ দাবি আমরা করতেই পারি। বিশ্বায়নের এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি শিক্ষার বিকল্প নেই। আর তাই সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যে স্বপ্ন বুননে হাত দিয়েছে তা তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর। একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে সবদিক দিয়ে সেরা করে তুলতে প্রয়োজন মেধাবীদের সম্মিলন, সবার একাগ্রতা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা। পিছু ফেলে আসা দুটি বছরে এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে গেছে ক্যাম্পাসের সবাই। সবার সাবলীল সহযোগিতায় সিকৃবি পাড়ি দেবে আগামী সময়। গড়ে তুলবে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি শিক্ষা কেন্দ্র, কৃষিবিদ তৈরির কারখানা- এ প্রত্যাশা আমাদের।

[লেখক : কৃষিবিদ ও সাংবাদিক]